দৈনিক বাংলা

তারিখ ৬/২/৮২
পৃষ্ঠা ...

093

কুড়িগ্রামে খনন করা কোন খালেই পানি নেইঃ সেচ সংকট

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

কুড়িগ্রাম ৪ঠা ফেব্রুয়ারী।— খনন করা কোন খালেই পানি নেই। ইরিবোরো চাষ দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে।

কুড়িগ্রাম মহকুমায় স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ৫ মাইল দীর্ঘ সন্ন্যাসীর ছড়াখাল পুনঃ খনন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে খনন করা হয় ২০ মাইল দীর্ঘ ১০টি খাল। ফলে মহকুমার প্রায় ২৫ হাজার একর জমি এসেছে সেচের আওতায়। কিন্তু খনন করা এসব খালে পানি সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। পাওয়ার পাম্পের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী নদী থেকে পানি এনে অনায়াসে খালগুলো ভরিয়ে রাখা যায়। কিন্তু এব্যাপারে কোন পদক্ষেপ তো নেয়াই হয়নি, বরং পুনঃখননের পরে খালগুলোর পাড়ে কর্তাব্যক্তিদের পদধূলি কখনো পড়েনি। ইতিমধ্যে খালগুলো শুকিয়ে গেছে। কোথাও ভরাট হয়েছে, কোথাও ভেঙ্গে গেছে। কৃষকের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা দিয়েছিল কিন্তু বর্তমানে দারুণ হতাশা। খালে পানির অভাবে কৃষক ইরি-বোরো চাষ করতে পারছে না।

উল্লেখ্য যে চলতি বছর তৃতীয় পর্যায়ে মহকুমায় ৩১ মাইল দীর্ঘ ১২টি খাল পুনঃখনন প্রকল্প নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে খাল খননের কাজও চলছে।

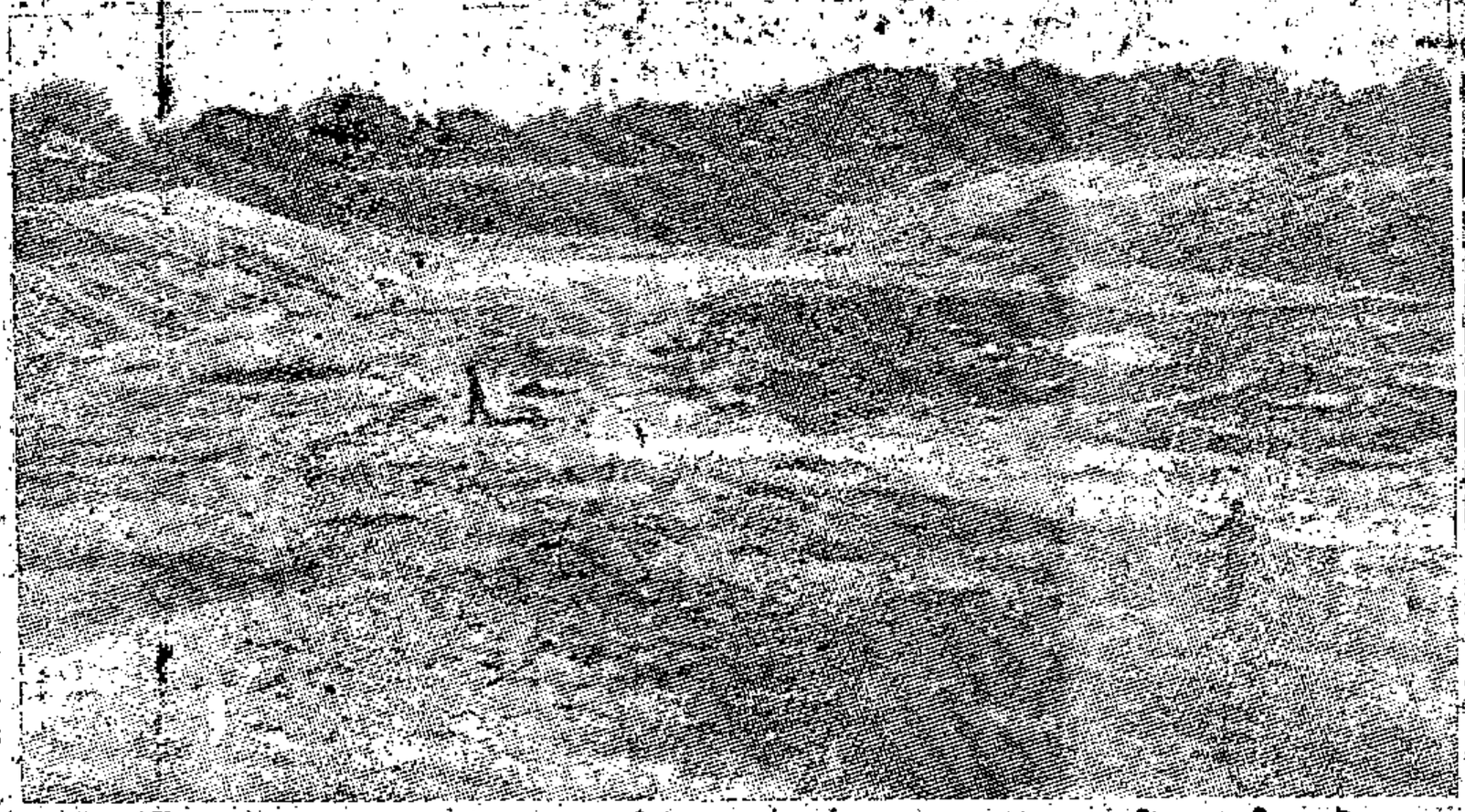

চিলমারীর হরিশেশ্বর ডারা খালটি সম্প্রতি পুনর্খনন করা হলেও তাতে আজ একবিন্দু পানি নেই। —দৈনিক বাংলা